بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৬ অক্টোবর ২০১৯

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান বললেন বিশ্বে সংঘাতের জন্য কেবল ইসলামকেই দোষারোপ করতে থাকলে বিভেদই বাড়বে আর বিশ্বে অস্থিতিশীলতাও বাড়বে

- **একজন প্রকৃত মুসলমান তিনিই যিনি নিজে শান্তিপূর্ণ এবং বিশ্বে শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে যান - হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)**
- **এমন হোক যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মসমূহ যেন আমাদেরকে ঘৃণা ও বিরাগের পরিবর্তে ভালবাসা ও অনুরাগের সাথে স্মরণ করে - হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)**

শনিবার ৫ অক্টোবর ২০১৯, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান, পঞ্চম খলিফাতুল মসীহ, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ফ্রান্সের ২৭তম জলসা সালানা (বার্ষিক সম্মেলন)-এর দ্বিতীয় দিনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অতিথিদের এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

তাঁর ভাষণে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আলোচনা করেন কিভাবে ইসলামের শিক্ষা সমূহ সকল মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা সমূহ রক্ষা করে এবং কিভাবে মানুষ এই শিক্ষার উপর চলার মাধ্যমে সমাজে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি অর্জন করা সম্ভব।

সম্মানিত হুযূর আধুনিক যুগের সংঘাত এবং যুদ্ধবিগ্রহের দীর্ঘমেয়াদী পরিণাম তুলে ধরেন এবং বলেন যে কতক দেশ ও গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সততা ও ন্যায় পরায়ণতার অভাবের কারণে শান্তি অর্জিত হয়নি। বরং তারা কেবলমাত্র সেই সকল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেছে যেগুলো

'তাদের নিজ স্বার্থকে পূর্ণ করে।'

অতিথিদের স্বাগত জানানো এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) সেই সকল ধৃষ্টতাপূর্ণ আক্রমণের ধারার কথা বলেন যেগুলো সাম্প্রতিক ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে।

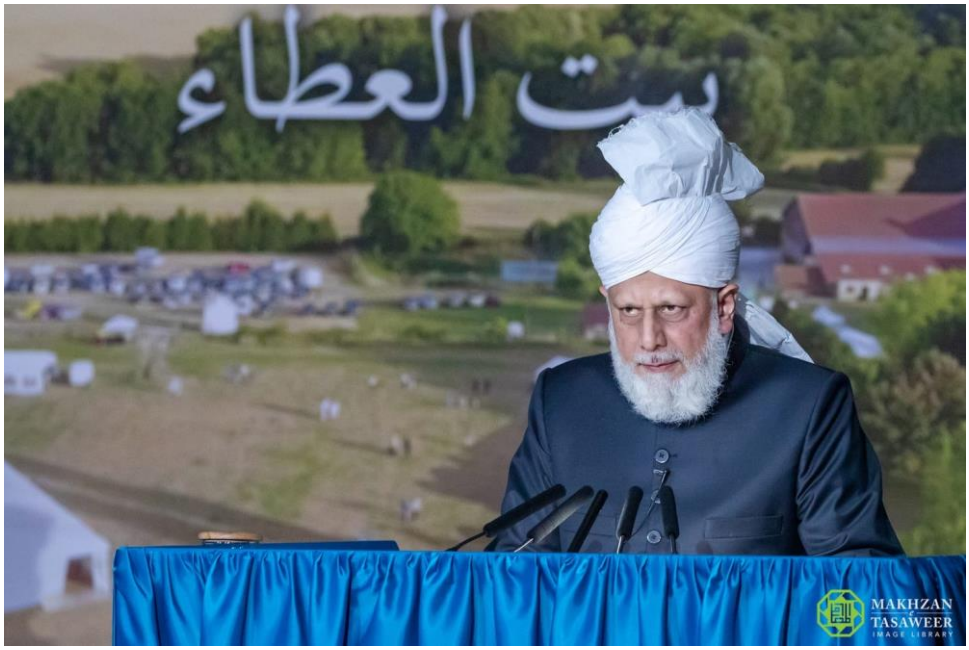

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সাম্প্রতিককালে কতক তথাকথিত মুসলিম গ্রুপ কর্তৃক যেসকল নৃশংস ও বর্বর সহিংসতা সংঘটিত হয়েছে সেগুলো, এখানে ফ্রান্স সহ, বিভিন্ন দেশে অবর্ণনীয় বেদনা ও ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। এমন আক্রমণসমূহকে কেবল সম্ভাব্য সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করা যেতে পারে এবং আমাদের দোয়া এবং সমবেদনা সর্বদা এমন ঘৃণ্য অপরাধের যারা শিকার তাদের সঙ্গে রয়েছে।"

সম্মানিত হুযূর এর ব্যাখ্যা করেন যে এ সকল বর্বর আক্রমণ ইসলামের মৌলিক শিক্ষাবলীর সাথে সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গতিপূর্ণ।

এ প্রসঙ্গে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সাথে সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থিতার কোন সম্পর্ক নেই। বরং ইসলাম শান্তি, সৌহার্দ্য, সহিষ্ণুতা ও সমঝোতার এক ধর্ম।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"ইসলাম শব্দের শাব্দিক অর্থই হলো 'শান্তি" ও 'নিরাপত্তা' আর তাই একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যিনি নিজে শান্তিপূর্ণ এবং যিনি বিশ্বে শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে যান।"

সম্মানিত হুযূর উপস্থিত অতিথিবৃন্দের জন্য ইসলামী সম্ভাষণ 'সালাম'-এর দর্শন এবং বৃহত্তর সমাজ এর ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কেও ব্যাখ্যা করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে তারা যেন অন্য মানুষকে, তারা মুসলিম হন বা অমুসলিম, 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সম্ভাষণ করেন, যার অর্থ হলো 'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক'। এই ইসলামী সম্ভাষণটি একটি সৌহার্দ্য প্রকাশক অভিব্যক্তি যা অপর ব্যক্তির জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী বহন করে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এটি অসম্ভব যে আমাদের ধর্ম বিশ্বাস আমাদেরকে শিক্ষা দেয় প্রত্যেক ব্যক্তিকে শান্তি ও নিরাপত্তা বাণীর সাথে স্বাগত জানানোর, আর অপরদিকে আমাদের কাছে দাবী করে যে আমরা যেন তাদের অধিকার হরণ করি, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করি বা সহিংসভাবে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে দণ্ডায়মান হই। ইসলামের পক্ষে এমন স্ববিরোধী শিক্ষা থাকা অসম্ভব।"

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তার সাহাবাদের জীবন হতে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে সম্মানিত হুযূর ইসলামের ধৈর্য্য, সহনশীলতা ও শান্তির নিশ্চয়তা দানকারী মূলনীতিসমূহের উপর আলোকপাত করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ইসলামের সত্য প্রকৃতিকে অনুধাবন করার জন্য, এটি আবশ্যক যে আমরা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সময়ের দিকে দৃষ্টিপাত করি। যখন তিনি খোদাতা'লার নবী হওয়ার দাবি করলেন, তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে নিরন্তর ও বর্বর নিপীড়নের শিকার হতে হয়।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"ইসলামের নবী (সা.) সেই অমানবিক আচরণ এবং নিরন্তর অবিচারের মোকাবেলায় অতুলনীয় পর্যায়ের ধৈর্য্য প্রদর্শন করেন এবং তার অনুসারীদেরকে একই পরামর্শ দেন। তিনি তাদেরকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশনা দেন নি আর না তাঁর অন্যান্য অনুসারীদেরকে আমন্ত্রণ জানান তারা যেন এসে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। বরং তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানান, যদিওবা এর ফলে তাদেরকে নিজেদের প্রাণও দিতে হয়, আর তিনি তাদেরকে আশ্বস্ত করেন যে এর প্রতিদান পরকালে সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার প্রেমময় হাতে তারা পাবেন।"

সম্মানিত হুযূর ব্যাখ্যা করেন যে অনেক বছর পর মুসলমানদেরকে পাল্টা লড়াই করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল কিন্তু তা কেবল এজন্য যে আক্রমণকারীরা

"শুধুমাত্র ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় নি ... বরং ধর্ম বিষয়টিকেই তারা ধ্বংস করতে চেয়েছেন।"

ইসলামে যুদ্ধের দর্শন এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরো মন্তব্য করতে গিয়ে সম্মানিত হুযূর বলেন:

"যখন ইসলামের মহানবী (সা.) এবং তার অনুসারীদেরকে যুদ্ধবিগ্রহে অংশ নিতে বাধ্য করা হয়েছে, তখনো তার উদ্দেশ্য ছিল সকল মানুষের অধিকার রক্ষা করা। এর উদ্দেশ্য ছিল এটা নিশ্চিত করা যে খ্রিস্টান, ইহুদি, হিন্দু, মুসলিম এবং অন্যান্য ধর্ম ও বিশ্বাসের অনুসারীগণ যেন স্বাধীনভাবে তাদের উপাসনার অধিকার লাভ করে।"

“ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতা”-র

মূলনীতিগুলোকে

“ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসের খুঁটি”

আখ্যা দিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ব্যাখ্যা করেন যে এই শিক্ষা সমূহ পবিত্র কুরআনের সূরা আল বাকারা 257 নম্বর আয়াতে চিরন্তন রূপে সংরক্ষিত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে:

“ধর্মে কোন জোরজবরদস্তি নেই।”

এর উপর আরো বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“চিন্তার স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা এবং বিবেকের স্বাধীনতার প্রতিরক্ষায় কত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন এক বিবৃতি! তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শান্তি কামনা করেছেন এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও শ্রদ্ধাবোধ সমুন্নত করতে প্রয়াসী ছিলেন।”

সমাজে শান্তি ও সৌহার্দ্যের প্রতি ইসলামের ঐতিহাসিক গুরুত্বারোপ প্রদর্শন করতে গিয়ে সম্মানিত হুযূর মুসলমান এবং ইহুদিদের মধ্যে স্বাক্ষরিত মদীনার সনদ এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“মদিনার চুক্তির অধীনে সকল মানুষের স্বাধীনতা ছিল তাদের নিজ রীতি-নীতি ও ধর্মবিশ্বাস অনুসরণের। সেই সমাজ একটি সার্বজনীন নীতির মাধ্যমে এক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল যে, তাদের নিজ ধর্ম বিশ্বাস নির্বিশেষে, সমাজের প্রত্যেক সদস্যের দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের বিশ্বস্ত নাগরিক হওয়া এবং সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তাকে দুর্বল করতে পারে এমন সকল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা।”

ইউরোপে সাম্প্রতিক সংঘটিত কতকগুলো সন্ত্রাসী আক্রমণের উল্লেখ করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এমন সন্ত্রাসীরা যারা আত্মঘাতী বোমা হামলা চালায়, নাইট ক্লাব, কনসার্ট হল বা স্টেডিয়ামে আক্রমণ করে অথবা সাধারণ জনগণের মধ্যে উন্মত্তভাবে যানবাহন চালিয়ে দেয় তারা প্রত্যেকে ইসলামের শিক্ষাকে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও বর্বরভাবে লংঘন করার দোষে দোষী।”

সম্মানিত হুযূর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ইসলামের অগণিত পথপ্রদর্শনকারী মূলনীতি সম্পর্কেও আলোচনা করেন। সম্মানিত হুযূর ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্য, সততা ও ন্যায়বিচার ন্যায়বিচারের মূলনীতিগুলোর উল্লেখ করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“ইসলাম এ শিক্ষা দেয় যে অন্যায্য আচরণ এবং অসৎ বাণিজ্য সমাজের মধ্যে একতাকে দুর্বল করে এবং এর শান্তি বিনষ্ট করে।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“নিশ্চিতভাবে, এমন এক সময়ে যখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সমষ্টিগত পর্যায়ে বিশ্বের বিশৃঙ্খলা ও দুর্ভোগের অনেক বড় অংশ স্বার্থপরতা ও লোভের কারণে সৃষ্টি হয়েছে; সমতা ও ন্যায় বিচার এর মূলনীতিসমূহ সমাজে শান্তি বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।”

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আরো একটি মূলনীতি যার উল্লেখ সম্মানিত হুযূর করেন তা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং সংঘাত এর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ইসলামের মনোযোগ সর্বদা টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং শত্রুতা ও বিরোধ সমূহ দূরীকরণের উপর। উদাহরণস্বরূপ পবিত্র কুর'আনের সূরা হুজুরাত এর ১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি দুই পক্ষ বা দেশের মধ্যে সংঘাতের সূচনা হয় তাহলে তাদের প্রতিবেশীদের বা নিরপেক্ষ দলগুলোর উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত যেন মধ্যস্থতা ও আলোচনার মাধ্যমে তাদের মধ্যে সমঝোতায় পৌঁছা সম্ভব হয়।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"যারা হস্তক্ষেপ করেন নিজের স্বার্থ অনুযায়ী একটি সমাধানে পৌঁছার চেষ্টা করার পরিবর্তে তাদের অবশ্যই নিরপেক্ষ থাকতে হবে। যদি সংলাপের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হয়, বা যদি এক পক্ষ পরবর্তীতে সমঝোতা চুক্তির কোন ধারা ভঙ্গ করে, তখন অন্যান্য দেশগুলোর অন্যায়কারী পক্ষের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হওয়া উচিত এবং তাদেরকে থামানোর জন্য বল প্রয়োগ করা উচিত।"

এ বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে সম্মানিত হুযূর ব্যাখ্যা করেন যে একবার যখন কোন আগ্রাসী পক্ষ বিরত হয়, তখন তাদেরকে আর অপমানিত করা উচিত নয় বরং

'ন্যায় ও দীর্ঘমেয়াদী শান্তির লক্ষ্যে'

তাদেরকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন এই সার্বজনীন নীতি সকল জাতির জন্য মূল্যবান এবং যদি এর উপর আমল করা হয় তবে এটি

'এ পৃথিবীকে স্থিতিশীল করার এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি গড়ে তোলার মাধ্যম হতে পারে।'

বিশ্বের কতক প্রভাবশালী দেশ শান্তির নামে কিভাবে নিষ্ঠুরতা ও অবিচার পরিচালনা করেছে তা উল্লেখ করে সম্মানিত হুযূর একটি গুরুগম্ভীর ও কঠিন সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে শান্তি ও সমৃদ্ধির নীলাকাশ এখন যুদ্ধ ও অবিচারের কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছে। বিশ্বের অনেক অংশ জুড়ে মতবিরোধ, প্রতিশোধ পরায়ণতা এবং একে অপরকে অপদস্থ করার প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রসমূহ ছিন্নভিন্ন হচ্ছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এই অস্থিরতার অবস্থা ক্রমান্বয়ে বাড়তি থাকবে, যদি না এবং যতক্ষণ না, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ন্যায় ও সততা এবং একে অপরের অধিকার পরিপূর্ণ করার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হতে শুরু করে।"

সম্মানিত হুযূর আহ্বান জানান যে নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নত করতে মানুষের উচিত তাদের অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যেভাবে আমি আজকের পৃথিবীতে লক্ষ্য করছি, আমি কেবল দোয়া করতে পারি যে মানবজাতি যেন এর অতীতের ভুলত্রুটি পুনরাবৃত্তি না করে। এর পরিবর্তে, আসুন আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি, যেন আমরা আমাদের নিজেদের জন্য এবং আমাদের অনাগত প্রজন্মের জন্য একটি উন্নততর ভবিষ্যত গড়তে পারি।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) সতর্ক করেন যে যদি একটি নিউক্লিয়ার যুদ্ধের কোন দিন সূচনা হয়েই যায়, তবে এর পরিণতি আমাদের কল্পনাকে ছাড়িয়ে যাবে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমরা কেবল যে পৃথিবী কে আমরা চিনি সেটিকেই ধ্বংস করব না বরং এটি নিশ্চিত করবে যে আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য সবচেয়ে বীভৎস ও বিধ্বংসী উত্তরাধিকার রেখে যাচ্ছি।:"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"তাদের ঘরগুলো নিরাশায় পরিপূর্ণ হবে। তাদের শহরগুলো শোকে পূর্ণ হবে এবং তাদের জাতিগুলো দুঃখ-দুর্দশায় ডুবে থাকবে। এমন স্বার্থপর ও নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য আমাদেরকে অভিশাপ দেয়া তাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত হবে তাদের জন্মের পূর্বেই যা তাদের স্বপ্নগুলোকে চুরমার করে দিয়েছে।"

সমাপ্তিতে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া করি যে এই পৃথিবীর মানুষ যেন সার্বজনীন কল্যাণের জন্য সমবেত হয় এবং একতার প্রেরণা নিয়ে কাজ করে এবং পারস্পরিক আস্থা ও সমঝোতাকে লালন করে। ধর্মকে দোষারোপ করার

বা একে অপরের প্রতি দায়ভার আরোপের বদলে,আসুন আমরা শান্তি নিশ্চিত করার এবং আমাদের পরবর্তীতে যারা আসবে তাদের জন্য একটি অধিকতর নিরাপদ পৃথিবী রেখে যাওয়ার বিষয়ে আমাদের সমস্ত শক্তিকে নিবদ্ধ করি।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এমন হোক যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মসমূহ যেন আমাদেরকে ঘৃণা ও বিরাগের পরিবর্তে ভালবাসা ও অনুরাগের সাথে স্মরণ করে। ভবিষ্যতে আগমনকারী প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক জাতির একে অপরের অধিকার পূরণ করে এবং সর্বপ্রকার অবিচার ও সংঘাতের উপর যেন ন্যায় বিচার সহানুভূতি প্রাধান্য লাভ করে। আমিন।"

সম্মানিত হুযূর কর্তৃক পরিচালিত দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

এর অব্যবহিত পরেই সম্মানিত হুযূর রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স-এর ফরাসি সংস্করণের ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন।

এর আগে এ দিনে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) সরাসরি লাজনা ইমাইল্লাহ (আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মহিলা অঙ্গসংগঠন)-এর উদ্দেশ্যে সরাসরি বক্তব্য রাখেন।

সম্মানিত হুযূর জামা'তের সদস্যদেরকে স্মরণ করান যে, আধুনিক সমাজের বহুবিধ সামাজিক ব্যাধি থেকে তাদের নিজেদেরকে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য তাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবাগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আজকাল পৃথিবী খোদাতা'লা থেকে দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। মানুষের এক অনেক বড় অংশ কেবলমাত্র ধর্ম থেকে দূরে যাচ্ছে না, বরং আজকাল খোদাতা'লার অস্তিত্বকেও অস্বীকার করছে। এই পরিবেশে বাস করে যেখানে জাগতিক বিত্তবৈভব অর্জনকেই আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করা হয়, আমাদের মধ্যে কতক, যার মধ্যে প্রবীণ, শিশু এবং তরুণও রয়েছে, এর দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করেন। এমতাবস্থায় আমাদের উপর এক গুরুভার এসে যায় নিজেদের অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখার, এবং আমাদের নিজেদেরকে ও আমাদের সন্তানদেরকে এই পরিবেশের প্রভাব থেকে রক্ষা করার।"